তারিখ 23 FEB 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

যুগান্তর

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প

কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও ভ্রমণবিলাস

মুসতাক আহমদ ও মামুন আব্দুল্লাহ

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পে (হেকেপ) বিরাজ করছে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি। প্রকল্পের অধীন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বিদেশ ভ্রমণসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের নামে চলছে হরিলুট। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একশ্রেণীর কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক এই কর্মকাণ্ডে জড়িত। কিন্তু বিষয়টি জানার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সরেজমিন অনুসন্ধান এবং বিশ্বব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ইউজিসি বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছে ২০১২ সালে। প্রথম ধাপে প্রকল্প ব্যয় ধরা ছিল ৬৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের 'সফট লোন' হিসেবে ৫৯৮ কোটি ২০ লাখ টাকা ও বাংলাদেশ সরকারের ৮২ কোটি টাকা রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে বিশ্বব্যাংক প্রায় সাড়ে ১৬শ' কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে। কিন্তু এই অর্থ

ভ্রমণবিলাস : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ভ্রমণবিলাস : কর্মকর্তাদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের প্রথম তিন বছরেই প্রায় ৩৭ লাখ টাকা 'অগ্রহণযোগ্য' (নন-এলিজিবল) ব্যয়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের নামে এই ব্যয় দেখিয়ে মূলত আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ অফিসের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেহরীন এ মাহবুব যুগান্তরকে বলেন, 'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদাভাবে নেয়া উপপ্রকল্প ব্যয় অনুসন্ধানে কিছু অনিয়ম ধরা পড়েছে। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যয় হওয়া এ অর্থ ফেরত দিতে হবে। তবে এ ধরনের অর্থ ফেরত পাওয়ার পর নতুন কোনো কম্পোনেন্টে ব্যয়ের জন্য বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে ফের বরাদ্দ দেয়া হয়।'

বিষয়টি স্বীকার করেছে প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সোহেল আহমেদ বলেন, 'আমি বিষয়টি জানি, তবে বিস্তারিত বলতে পারব না।' এ ব্যাপারে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্টের সমন্বয়ক কোরবান আলী বলেন, 'অভিযোগটি পুরোপুরি সঠিক নয়। তারপরও এ ব্যাপারে উপপ্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেছি। ইউজিসির সঙ্গে বৈঠক শেষে বিশ্বব্যাংককে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হবে।'

ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিশ্বব্যাংক অর্থ লুটপাটের যে তথ্য পেয়েছে, প্রকৃত চিত্র তার চেয়েও ভয়াবহ। সবচেয়ে বড় লুটপাট হয়েছে বিভিন্ন উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, দেশ-বিদেশ প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ খাতে। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অভিযোগ হচ্ছে, উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্টদের বিদেশ পাঠানোর কথা থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির এমন সব কর্মকর্তাকে পাঠানো হচ্ছে যাদের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার কোনো ক্ষেত্রেই ন্যূনতম ভূমিকা নেই। এই বিদেশ ভ্রমণ বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইউজিসিতে কে কতবার বিদেশ গেলেন, কে যেতে পারলেন না— এসব নিয়েই বেশি আলোচনা শোনা যায়। দেশীয় কোনো প্রশিক্ষণ বা প্রকল্পের অনুষ্ঠান এলে ইউজিসির কর্মকর্তাদের বেশির ভাগ কাজ ফেলে সেখানেই ভিড়ে যান।

উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়েও রয়েছে নানা ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগে ১ কোটি টাকার একটি উপপ্রকল্পে ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৭৫১ টাকা লোপাটের অভিযোগ ওই বিভাগের সিএন্ডডি (বিভাগীয় সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটি) সভায়ই উত্থাপিত হয়েছে। এটা ২০১৪ সালের ৩ জুনের ঘটনা। এ বিষয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আফজাল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, সিএন্ডডি কমিটির সভায় হেকেপ প্রকল্পের বিষয়টি এসেছে, সেটি ঠিক। কিন্তু এটি নিয়ে অফিস স্টাফদের ভুলবশত হয়েছে। প্রকল্পের কোনো টাকা উদ্বৃত্ত নেই। এ ধরনের অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলেও দাবি করেন তিনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের (আইবিএস) এক ঘটনায় দেখা যায়, সেখানে একটি উপপ্রকল্পে ৯০ লাখ টাকা দেয়া হয়। এর মধ্যে ৬০ লাখ টাকার অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন সেখানকার শিক্ষকরা। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের জুনে এই প্রকল্পের অধীন আয়োজিত একটি সেমিনার বয়কট করেন ইনসটিটিউটের শিক্ষক ও ফেলোদের একটি বড় অংশ। এ ব্যাপারে ইউজিসিতেও অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে উপপ্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন দাবি করেছেন, কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি হয়নি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগে আরেক উপপ্রকল্পে প্রায় ৩ কোটি বিনিয়োগ করা হয় হেকেপ থেকে। অভিযোগ রয়েছে, প্রকল্প ব্যয় ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মূল প্রকল্প দফতরে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি। এক্ষেত্রে বড় আর্থিক অনিয়মের কারণেই বিভাগীয় সভাপতির স্বাক্ষর বাদ দিয়ে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিবেদন ঢাকায় পাঠাতেন। এভাবে প্রকল্পটির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে নেয়া বিভিন্ন উপপ্রকল্পে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সমন্বয়ক কোরবান আলী বলেন, 'আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। তবে বিস্তারিত তথ্য পেলে খতিয়ে দেখা হবে।'

এই প্রকল্পে অর্থ লুটপাটের আরেক খাত বিদেশ ভ্রমণ। নাম প্রকাশ না করে আরও কয়েকজন বলেছেন, প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তাদের অনেকে বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত। জানা গেছে, প্রকল্পটি শুরুর পর প্রায় চার বছরে বাস্তবায়ন হয় মাত্র ৪৪ শতাংশ। এ অবস্থায় প্রথম ধাপের শেষের দিকে টাকা ব্যয়ের মহোৎসবে মেতে ওঠে বাস্তবায়নকারী সংস্থা। চার বছরে যেখানে 'এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম'-এর মূলত বিদেশ ভ্রমণ) বিদেশে একটি সফরও হয়নি, সেখানে ২০১৩ সালের শেষের দিকে এক মাসের মধ্যে দুটি সফর আয়োজন করা হয় ইউরোপ-আমেরিকায়। তখন শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকেও (পিআরও) ওই সফরে পাঠানো হয়।

ইউজিসির যুগ্মসচিব ও প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট ফখরুল আলম বিষয়টি স্বীকার করে যুগান্তরকে জানান, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় মোট ৬টি বিদেশ ভ্রমণ আছে। এর মধ্যে ২টি প্রকল্পের প্রথম ধাপের সময়কালে হয়েছে, বাকি চারটি এই ধাপে হবে। তিনি বলেন, 'অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে চাকরি জীবনে একবার বিদেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য যাবেন। এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে সেই সুযোগ থাকায় অনেকেই এই প্রকল্পের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। প্রকল্পে এমন ব্যক্তিও ছিলেন যিনি বিদেশ সফর করে এসে অন্য মন্ত্রণালয়ে চলে গেছেন।'

আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, বাকি যে চারটি সফর রয়েছে, তাতে অনাহূত ব্যক্তিদের পাঠানোর আয়োজন চলছে। প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাবনার (আরডিপিপি) শর্ত লংঘন করে এরই মধ্যে ইউজিসির চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিয়ে ফাইল চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই ব্যক্তি একজন সিনিয়র সহকারী পরিচালক। অথচ আরডিপিপিতে উপসচিবের নিচের কাউকে এ ধরনের সফরে না পাঠানোর কথা রয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই চারটি সফরের জন্য যে ৮ জনের নাম পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার। আবার আরডিপিপি অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি সফরে একজন করে কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার জোর করেই তারা দু'জন করে কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিয়েছে বলে জানা গেছে। বিষয়টি স্বীকার করেছেন ফখরুল আলম। অন্যদিকে ইউজিসি চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা শাহিন সিরাজ নিজের মনোনয়ন প্রসঙ্গে বলেন, 'এই প্রকল্পের ব্যাপারে আমার যত শ্রম রয়েছে, অন্য কারও তা নেই। শিক্ষামন্ত্রী যদি তার পিআরওকে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য পাঠাতে পারেন, তাহলে আমার যেতে অসুবিধা কোথায়?'

আরডিপিপি অনুযায়ী সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এশিয়ার ভেতরে বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ নেয়ার বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী ইউজিসি চেয়ারম্যানের পিএস মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরেছেন। এছাড়া চেয়ারম্যানের সঙ্গে একবার ফিনল্যান্ডও ঘুরে এসেছেন।

হেকেপ প্রকল্পে দুর্নীতির বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, যে ব্যয়ের কথা বলা হচ্ছে তা দুর্নীতি নয়। বিশ্বব্যাংকের 'কোড অব কন্ডাক্ট' অনুসারে হয়তো ব্যয় হয়নি। পরবর্তীকালে তা সমন্বয় করে নেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লিংকআপ (সংযুক্তি) রয়েছে। কাজেই এর আওতায় বিদেশ ভ্রমণ অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন ছিল কিনা। যদি থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বিশ্বব্যাংক উইংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব কাজী শফিকুল আযম যুগান্তরকে বলেন, হেকেপ প্রকল্পে অনিয়মের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে অথবা অর্থ ফেরত দিতে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়া হয়েছিল। আমরা এটি ইউজিসিকে জানিয়েছি। তারা কি ব্যবস্থা নেয় তা আমাদের জানালে বিশ্বব্যাংককে অবহিত করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অনিয়মের এ অর্থ ফেরত না দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এর আগেও অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক প্রকল্পের অর্থ ফেরত দেয়ার রেকর্ড রয়েছে।